ঠেলাগাড়ী

(গল্পগ্রন্থ – মেঘমল্লার)

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্‌মিচ্‌ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড় জামবাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিন্‌রিনে গলায় ডাক শোনা গেল

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ-ও টুনি,...

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে ? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার করে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়ঘড় করে বেড়াতে দিচ্ছ, ওর পরকালটা যে ঝর্‌ঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা....

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূর থেকে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা ?....আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিগ্‌নির্ণয় করে নিয়েই ঝট্‌ করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা ?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না।

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে—কোথায় ?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই....

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনেপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চাল্‌তেতলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা ?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোন ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্‌, ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়্...গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল।

চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে ।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে ?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে.....বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এরপর গাড়ী কেড়ে রাখে ?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় বসে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প ।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি। সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইস্টীমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক, বললাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমার হাকিম হবো।....

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপিচুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি.....

খোকা বলে চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি করে ব'সে বসে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা ! সত্যি....

কি জানি কেন ওকে বড় ভালোবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে-চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা করে পারতুম না । খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত করে বললুম, চড় গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি...তা কিছুতে চড়লো না, বললে,

মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা ?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা ?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি। টুনিদা ?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হত না কোন মতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত,...সূর্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলী ধরণের ছিল বলে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না....সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হত। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনিদা ?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে ?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি ?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি আমায় টানতে পারিস ? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে....

–বসো না? টানতে কেমন পারিনে!

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান !

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা করে তার গাড়ীতে চড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে ? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ...

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চলে গেল। এদের মধ্যে পূর্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল ।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্‌মচ্ করে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তিরের মত বিঁধল। ভাবল এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে ?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে বসে পড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে সরে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি করে সারানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব্ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল ।

সারারাত ভাল ঘুম হলো না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব করে ফেলতুম তো বেশ হত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল । খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন করে সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চলে গেলুম ছোট মাসীমার , বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায়

দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি ?....আমি কোন কথা বলবার আগেই তার মা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ীতে ? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে রে! বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে ? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে বসে।

শরতের অপরাহ্ণ। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখী উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক....উঠানের ছায়াস্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর।

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্জন দুপুর ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়....আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে নিয়ে আসছে....নারিকেলতলা বেয়ে....পটুদের বড় দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে....যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্তি মাইতি-পুকুরের মোড়র পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।